"মিষ্টি বাচ্চারা - মানবকে দেবতায় পরিণত করার সেবায় বিঘ্ন তো অবশ্যই পড়বে। তোমাদের কষ্ট সহ্য করেও এই সেবায় তৎপর থাকতে হবে, দয়ালু হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অন্তিম জন্মের স্মৃতি যার থাকে তার লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে এই দুনিয়ায় আর জন্ম নিতে হবে না এবং না তো অন্যকে জন্ম দিতে হবে। এই দুনিয়া হল পাপো আত্মাদের দুনিয়া, এর বৃদ্ধি আর চাইনা। এই দুনিয়ার বিনাশ নিশ্চিত। আমরা এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে যাবো। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে ।

*গীতঃ- নতুন প্রজন্মের কুঁড়ি....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে হবে তোমাদের। এই কথাটি তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবারও অসীম জগতের ভাবনা থাকে যে সকল মানুষকে তাদের মুক্তির পথ বলে দেওয়া। বাবা আসেন - বাচ্চাদের সার্ভিস করতে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। মানুষ বুঝতে পারে না যে এখন দুঃখ আছে তো সুখেরও কোনো স্থান আছে। সে কথা জানে না। শাস্ত্রে সুখের স্থানকেও দুঃখের স্থান বানিয়ে দিয়েছে। বাবা হলেন দয়ালু। মানুষ তো এই কথাও জানে না যে আমরা দুঃখে আছি কারণ সুখের এবং সুখদাতার পরিচয় জানা নেই। এইসবও হলো ড্রামার ভবিতব্য। সুখ কাকে বলে, দুঃখ কাকে বলে - সেসব জানা নেই। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। অর্থাৎ ওঁনার নামে কলঙ্ক লাগায়। ঈশ্বর, যাঁকে পিতা বলা হয়, তাঁর পরিচয় জানে না। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের কেবল সুখ প্রদান করি। তোমরা এখন জানো বাবা এসেছেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাবো সুইট হোম অর্থাৎ পরমধাম। সেই সুইট হোমও হল পবিত্র। সেখানে কোনো পতিত আত্মা থাকে না। সেই ঠিকানার কথা কেউ জানেনা। বলে অমুকে পার নির্বাণ গেছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। বুদ্ধ পার নির্বাণ গেছেন তো নিশ্চয়ই সেখানকার নিবাসী ছিলেন। সেখানেই গেছেন। আচ্ছা, তিনি তো গেছেন বাকিরা সবাই কিভাবে যাবে ? সাথে কাউকে তো নিয়ে যাননি। বাস্তবে কেউ যায় না, সেইজন্য সবাই পতিত-পাবনকে স্মরণ করে। পাবন দুনিয়া হলো দুটি, এক মুক্তিধাম, দ্বিতীয় জীবনমুক্তিধাম। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরী। এটা হলো রাবণপুরী। পরমপিতা পরমাত্মাকে রাম-ও বলা হয়। রামরাজ্য বলা হয়, তো বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। মানুষকে তো পরমাত্মা রূপে সবাই বিশ্বাস করবেনা। অতএব তোমাদের দয়া অনুভব হয়। কষ্ট তো সহ্য করতে হয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মানুষকে দেবতা বানাতে এই জ্ঞান-যজ্ঞে বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবেই। গীতার ভগবান কটু কথা শুনেছিলেন কিনা। কটু কথা ওঁনাকেও এবং তোমাদেরও শুনতে হয়। বলা হয় কিনা ইনি চতুর্থীর চন্দ্রমা দর্শন করেছিলেন হয়তো (বলা হয় গনেশ চতুর্থীর দিন চাঁদের দিকে তাকালে দোষ লাগে) এইসবই হল পুরাতন কাহিনী। দুনিয়ায় কতো কতো আবর্জনা রয়েছে । মানুষ কি না খায়, পশু হত্যা করে, কি-কি করে ! বাবা এসে এইসব থেকে মুক্তি প্রদান করেন। দুনিয়ায় কত মারামারি আছে। তোমাদের জন্যে বাবা কত সহজ করে দেন। বাবা বলেন যে তোমরা শুধু আমায় স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে একটি কথাই বোঝাও। বাবা বলেন নিজের শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করো। তোমরা হলে বাস্তবে সেখানকার বাসিন্দা। সন্ন্যাসীরাও সেখানকার পথ বলে দেন। যদি একজন নির্বাণ ধাম গেছেন তাহলে অন্যদের নিয়ে যাবেন কীভাবে? তাদের কে নিয়ে যাবে? ধরো, বুদ্ধ নির্বাণ ধাম গেছেন, ওনার বৌদ্ধি জন তো এখানে বসে আছে। তাদেরও ফেরত নিয়ে যাক তাইনা। গায়নও আছে যারা পয়গম্বর বা ধর্মাত্মা, সবার আত্মা এখানে আছে, অর্থাৎ কোনো না কোনো শরীরে আছে, তবুও মহিমা গাইতেই থাকে। আচ্ছা, ধর্ম স্থাপন করে তো গেছেন তারপরে কি হয়েছে? মুক্তিতে যাওয়ার জন্যে মানুষ কত চেষ্টা করে। উনি তো এই জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি শেখান নি। বাবা বলেন আমি আসি সবার গতি-সদগতি করতে। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে আছে জীবনমুক্তি। একটিই ধর্ম সেখানে। বাকি সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা জানো বাবা হলেন বাগবান অর্থাৎ বাগানের মালিক, আমরা সবাই হলাম মালী। মাম্মা বাবা এবং সব বাচ্চারা মালী রূপে বীজ বপন করতেই থাকে। চারা বের হলে মায়ার ঝড় আসে। অনেক প্রকারের ঝড় আসে। এ হলো মায়ার বিঘ্ন। ঝড় উঠলে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে - বাবা, এর জন্য কি করা উচিত? শ্রীমৎ প্রদান করেন বাবা। ঝড় তো আসবেই। নম্বর ওয়ান হলো দেহ-অভিমান। এই কথা বোঝে না যে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী। আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। আত্মা-ই পুনর্জন্ম নেয়। পরের পর এক

শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করা হল আত্মার কাজ। এখন বাবা বলেন - তোমাদের এটা হলো অন্তিম জন্ম। এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় জন্ম নিতে হবেনা আর না কাউকে জন্ম দিতে হবে। তখন জিজ্ঞাসা করে তাহলে সৃষ্টির বৃদ্ধি হবে কীভাবে? আরে, এই সময় সৃষ্টির বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। এটা হলো ভ্রষ্টাচারের বৃদ্ধি। এই নিয়ম রাবণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। দুনিয়াকে ভ্রষ্টাচারী করেছে রাবণ। শ্রেষ্ঠাচারী করেন রাম। এতেও তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমানে চলে আসো তোমরা। যদি দেহ-অভিমান না আসে তবে নিজেকে আত্মা ভাবো। সত্যযুগেও নিজেকে আত্মা তো ভাবে তাইনা। তাঁরা জানে এখন আমাদের এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে নতুন নেবো। এখানে তো আত্মারও জ্ঞান নেই। নিজেকে দেহ ভেবে নিয়েছে, এই দুনিয়া থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তাদের হয় যারা দুঃখে থাকে। সেখানে তো থাকে সদা-ই সুখ। যদিও আত্মার জ্ঞান সেখানে থাকে। এক শরীর ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে তাই দুঃখ হয়না। সেটা হলো সুখের প্রালব্ধ। এখানেও আত্মা শব্দটি বলা হয়, যদিও অনেকে আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা আছে, সেই জ্ঞান তো আছে তাইনা। কিন্তু এই কথা জানেনা যে আমরা এই পার্ট থেকে ফিরে যেতে পারিনা। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ অবশ্যই করতে হয়। পুনর্জন্মে তো সবাই বিশ্বাস করবে তাইনা। কর্ম ভোগ তো সবাইকে ভোগ করতে হয় তাইনা। মায়ার রাজ্যে কর্ম, বিকর্ম হয়, তাই কর্ম ভোগ আছে। সেখানে এমন কর্ম নেই, যে দন্ড ভোগ করতে হয়।

এখন তোমরা বুঝেছো যে ফিরে যেতে হবে। বিনাশ তো হবেই। বোমা ইত্যাদির ট্রায়াল তো চলছে। ক্রুদ্ধ হয়ে যে কোনো সময় বর্ষণ করে দেবে। এ হলো পাওয়ার ফুল বোমা। গায়নও আছে ইউরোপবাসী যাদব। যদিও আমরা সব ধর্মের মানুষদের ইউরোপবাসী বলব। ভারত হল একদিকে। বাকি তাদের সবাইকে এক করে দেওয়া হয়েছে। নিজের দেশ খণ্ডের প্রতি সবার ভালোবাসা তো থাকে। কিন্তু এমনই ভবিতব্য তো কি করা যাবে ? সম্পূর্ণ শক্তি তোমাদের বাবা দিচ্ছেন। যোগ বল এর দ্বারা তোমরা রাজত্ব নিচ্ছো। তোমাদের কোনো কষ্ট দেওয়া হয়না। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, দেহ অভিমান ত্যাগ করো। তারা বলে আমি রাম-কে স্মরণ করি, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, তারা নিজেদের আত্মা ভাবে নাকি। যদি আত্মা ভাবে তাহলে আত্মার পিতাকে স্মরণ কেন করে না? বাবা বলেন আমি হলাম পরম পিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো। তোমরা জীব আত্মাদের কেন স্মরণ করছো? তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করি। বাবা আদেশ করেছেন - স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং অবিনাশী উত্তরাধিকারও বুদ্ধিতে থাকবে। পিতা ও সম্পত্তি অর্থাৎ মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। এর জন্যে ঘুরে ঘুরে কত ধাক্কা খায়। যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি করতে থাকে। পোপের কাছেও আশীর্বাদ নিতে যায়, এখানে বাবা শুধু বলেন যে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই নাটক পুরো হয়েছে, আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন ফিরতে হবে। কত সহজ করে বোঝান। গৃহস্থে থেকে বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখো। যেমন নাটক পুরো হলে বোঝা যায় আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। এখন সীন শেষ হবে। অ্যাক্টররা বুঝতে পারে আমরা এই বস্ত্র ত্যাগ করে ঘরে ফিরবো। এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে এমন কথা বলা উচিত। কত সময় আমরা দুঃখের পার্ট করেছি, সেসব জানা আছে। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো, দুনিয়ায় কি কি হচ্ছে, সেসব কিছু ভুলে যাও - এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, এখন ফিরে যেতে হবে। তারা ভাবে যে কলিযুগ এখনও ৪০ (চল্লিশ) হাজার বছর চলবে। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। পিতার পরিচয় নেই। জ্ঞান মানেই পিতার পরিচয়, অজ্ঞান মানে পিতৃ পরিচয়হীন। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন তোমরা আছো ঘোর আলোয় - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এখন রাত পূর্ণ হবে, সেসময় আমরা ফিরে যাই। আজ ব্রহ্মার রাত, কাল হবে ব্রহ্মার দিন, পরিবর্তন হতে একটু সময় তো লাগবে, তাই না ! তোমরা জানো এখন আমরা মৃত্যুলোকে আছি, কাল অমরলোকে থাকব। প্রথমে তো ফিরে যেতে হবে। এমনভাবেই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমা থামেনা। বাবা বলেন তোমরা কত বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছ? বাচ্চারা বলে যে অনেক বার। তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র পুরো হয়, তখন সবার পুরো হবে। একেই বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন জ্ঞান সাগর, পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো পতিত-পাবন কাকে বলা হয়? ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয় তাহলে তোমরা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম কেন বল? আত্মাদের পিতা তো হলেন নিরাকার, বোঝানোর জন্যে যুক্তি চাই।

দিন দিন তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে কারণ গুহ্য জ্ঞান প্রাপ্ত করছো তোমরা। বোঝানোর জন্য শুধু অল্ফ - কেই নাও। অল্ফ-কে ভুলেই তো অনাথ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে। একের দ্বারা, একমাত্র বাবাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সুখী হয়ে যাও। এ হলো জ্ঞান, ওটা হল অজ্ঞান, যারা বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। আরে, তিনি তো হলেন বাবা। বাবা বলেন তোমাদের মধ্যে ভূত রয়েছে সর্বব্যাপী। ৫ বিকার রূপী রাবণ হলো সর্বব্যাপী। এই কথা বোঝাতে হয়। আমরা ঈশ্বরের কোলে আছি - এই কথাতে খুব নেশা হওয়া উচিত। তারপরে ভবিষ্যতে দেবতার কোলে যাবো। সেখানে তো সর্বদা সুখ বিদ্যমান থাকে। শিববাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। নিজের এবং অন্যদের

কল্যাণ করতে হবে তবেই রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। এইসব খুব ভালো বোঝার বিষয় । শিববাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। সেখানে আমরা অশরীরী দেহ হীন ছিলাম। বাবা হলেন সর্বদা অশরীরী, বাবা কখনও শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে পুনর্জন্মে আসেন না। বাবা একবার রিইনকারনেট করেন। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপরে তাকে আপন করেন এবং নামও রাখতে হয় তাইনা। ব্রহ্মা না থাকলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবেন? অতএব ইনি হলেন সে-ই যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, গৌর ছিলেন পরে শ্যামলা হয়েছেন, সুন্দর থেকে শ্যাম, শ্যাম থেকে সুন্দর হন। ভারতের নামও আমরা শ্যাম সুন্দর রাখতে পারি। ভারতকেই শ্যাম, ভারতকেই গোল্ডেন এজ, সুন্দর বলা হয়। ভারত কাম চিতায় বসে কালো হয়, ভারত জ্ঞান চিতায় বসে গৌরব (সুন্দর) হয়। ভারত থেকে বুদ্ধি প্রয়োগ হয়। ভারতবাসী আবার অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। ইউরোপিয়ান ও ইন্ডিয়ানে কোনো তফাৎ দেখা যায় না, সেখানে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রীস্টান হয়ে যায়। তাদের সন্তানরাও তাদের মতন দেখতে হয়। আফ্রিকায় গিয়েও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এখন বাবা বিশালবুদ্ধি প্রদান করেন, চক্রকে বোঝার জন্য। এও লেখা আছে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। যাদব ও কৌরব প্রীতি রাখেনি। যারা প্রীতি রেখেছে তাদের বিজয় হয়েছে। বিপরীত বুদ্ধি বলা হয় শত্রুকে। বাবা বলেন এইসময় সবাই হল একে অপরের শত্রু। বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে কুকথা বলে বা জনম মরণহীন বলে দেয়, তাঁর কোনো নাম রূপ নেয়। ও গড ফাদারও বলে, সাক্ষাৎকারও হয় আত্মা ও পরমাত্মার। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকেনা। বাকি নম্বর অনুযায়ী শক্তিতে কম বেশি হয়েই থাকে। মানুষ যদিও মানুষ, কিন্তু তাতেও পদ মর্যাদা তো থাকেই। বুদ্ধির তফাৎ হয়। জ্ঞান সাগর তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন তাই ওঁনাকে স্মরণ করো, অন্তিমে তোমাদের ঐ অবস্থা হবে।

অমৃতবেলায় স্মরণ করে সুখ অনুভব করো, শুয়ে থাকলেও ঘুম যেন না আসে। নিজের দৃঢ় চেষ্টায় (হঠ করে) বসা উচিত। পরিশ্রম আছে। বৈদ্যরা ঔষধ দেয় অমৃতবেলার জন্য। এটাও হল ওষুধ। রচয়িতা বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে পড়ান - এই কথা সবাইকে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমি ঈশ্বরের কোলে স্থান পেয়েছি তারপরে দেবতাদের কোলে যাবো এই রুহানী নেশায় থাকতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে।

২) অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞান সাগরের জ্ঞানের মনন করতে হবে। এক এর অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে।

বরদানঃ- অমৃত বেলার থেকে রাত পর্যন্ত বিধিপূর্বক স্মরণে থেকে প্রতিটি কর্ম করে থাকা সিদ্ধির স্বরূপ ভব

অমৃত বেলার থেকে রাত পর্যন্ত যে কর্মই করো বিধিপূর্বক স্মরণ করে করো। তবে প্রতিটি কর্মের সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে । সবথেকে বড়'র থেকে বড় সিদ্ধি হলো প্রত্যক্ষ ফলের রূপে অতীন্দ্র সুখের অনুভূতি হওয়া। সদা সুখের সুখের তরঙ্গে, খুশীর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হতে থাকবে। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয় আর তারপর ভবিষ্যতের ফলও প্রাপ্ত হয় । এই সময়ের প্রত্যক্ষ ফল ভবিষ্যতের অনেক জন্মের ফলের থেকে শ্রেষ্ঠ। এখনই এখনই করলে এখনই এখনই পেলে - একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ ফল।

স্লোগানঃ- নিজেকে নিমিত মনে করে কর্ম করো তবে ডিট্যাচড আর প্রিয় থাকবে, আমিত্ব ভাব আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;